প্রথম আলো

তারিখ 19 OCT 2016
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

দলীয়করণ নিয়ে কোনো রাখঢাক নেই

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বজনপ্রীতি আর দলীয়করণ নিয়ে এখন আর কোনো রাখঢাক নেই। পরিস্থিতি এমনই যে দলীয় লোক নিয়োগ না দেওয়া হলে বরং উপাচার্য ও সহ-উপাচার্য প্রকাশ্যে প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছেন।

গত বছরের ৪ নভেম্বর রাজশাহীতে এক অনুষ্ঠানে বর্তমান উপাচার্য মুহম্মদ মিজানউদ্দিনকে উদ্দেশ করে মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন বলেছেন, 'যাদের পিঠ দিয়ে সিঁড়ি বানিয়ে আজকে ভিসি-প্রোভিসি হয়েছেন, দয়া করে আল্লাহর ওয়াস্তে সেটার প্রতিদান দেন। তা না হলে যখন সবকিছু হারিয়ে যাবে, রাস্তা দিয়ে চলা কিন্তু কঠিন হয়ে যাবে।' (*ইত্তেফাক*, ৪ নভেম্বর, ২০১৫)। সাবেক এই মেয়রের আক্ষেপ, তিনি উপাচার্যকে ১৪৪ জনের তালিকা দিয়েছিলেন। অথচ বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে ৫৪৪ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে তালিকা ধরে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল।

ওই ৫৪৪ জন নিয়োগের ঘটনায় ব্যাপক সমালোচনা ও আন্দোলনের মুখে উপাচার্য ফাইসুল ইসলাম ফারুকী ও সহ-উপাচার্য শাহাদত হোসেন মণ্ডলকে সরিয়ে দেওয়া হয়। পরে অবশ্য ফারুকী ইউজিসি এবং শাহাদত মণ্ডল পিএসসির সদস্য হন।

উপাচার্য মিজানউদ্দিন দলীয় বিবেচনায় নিয়োগ পাওয়ায় সরকারদলীয় নেতাদের খোঁটা শুনছেন প্রতিনিয়ত। গত বছরের ১৮ এপ্রিল মহানগর আওয়ামী লীগ উপাচার্যের বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন করে জামায়াত-শিবিরের নেতা-কর্মীদের নিয়োগ দেওয়ার সুনির্দিষ্ট অভিযোগ তোলেন। গত বছরের এপ্রিলে সরকারদলীয় সাংসদ ওমর ফারুক চৌধুরীর বিরুদ্ধে উপাচার্য মিজানউদ্দিনকে শাসানোর অভিযোগ ওঠে। উপাচার্য ওই সময় সংবাদমাধ্যমকে বলেন, 'তিনি যে ভাষায় কথা বলেন, তাতে আমি মনে করছি, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে আমাকে অপমান করা হয়েছে।' (*যুগান্তর*, ১৫ এপ্রিল ২০১৫)

গ্রেপ্তার হয়ে পুরস্কার, পরে তিরস্কার: অধ্যাপক এম আবদুস সোবহান সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় গ্রেপ্তার হন। ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের পর তিনি উপাচার্য হন। মেয়াদের শেষ বেলায় তৃতীয় শ্রেণির ১৪৫টি পদের বিপরীতে ১৮৪ জনকে নিয়োগ দিয়ে হন সমালোচিত। তাঁর মেয়াদে ৩৪৪ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং ৩৩০ জন শিক্ষক নিয়োগ পান, যাঁদের অনেকের যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন ছিল।

বর্তমান উপাচার্যের বিরুদ্ধেও নিয়োগে অনিয়ম ও আঞ্চলিকতার বিভিন্ন অভিযোগ রয়েছে। তিনিও উপাচার্য প্যানেল নির্বাচন দেওয়ার ঝুঁকি নিচ্ছেন না।

> শিক্ষকদের দলীয় রাজনীতির চর্চা, সরকারি ছাত্রসংগঠনের দৌরাত্ম্য ও শিক্ষক নিয়োগে চলমান অনিয়মের ধারাবাহিকতায় উপাচার্য পদটি চরম বিতর্কিত হয়ে পড়েছে

রাজনীতির চর্চা কেবল স্বার্থের বেলায়: ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর উপাচার্য পদে নিয়োগ পান অধ্যাপক আবদুল খালেক। উপাচার্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রসঙ্গ এলে প্রথমেই তাঁর নাম আসে। কারণ, শিক্ষাজীবনে তাঁর তৃতীয় বিভাগ ছিল। ১৯৯৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে তিনি উপাচার্য প্যানেল নির্বাচন দেন। নির্বাচনে প্রথম হওয়া এম সাইদুর রহমান খানকে নিয়োগ দিলে বাদ পড়েন আবদুল খালেক। ২০০১ পর্যন্ত উপাচার্যের দায়িত্ব পালন করেন অধ্যাপক সাইদুর, এরপর দেড় দশকে বিশ্ববিদ্যালয়ে আর নির্বাচন হয়নি। তখন থেকে বর্তমানসহ পাঁচজন উপাচার্যই অনির্বাচিত।

২২ উপাচার্য: ১৯৫৩ সালে প্রতিষ্ঠিত এই বিশ্ববিদ্যালয়ে এ পর্যন্ত ২২ জন উপাচার্য দায়িত্ব পালন করেছেন। এর মধ্যে পাঁচজন স্বাধীনতার আগে এবং ১৭ জন স্বাধীনতার পর। প্রথম উপাচার্য ছিলেন ড. ইতরাত হোসেন জুবেরী। ১৯৫৭ সালে ড. মমতাজ উদ্দিন আহমদ উপাচার্য হয়ে সবচেয়ে বেশি সময়, অর্থাৎ '৬৫ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। '৬৯ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন এম শামসুল হক, যিনি পরে ইউজিসির চেয়ারম্যান ছিলেন। পিএইচডি ডিগ্রি না থাকলেও উপাচার্য হিসেবে তাঁর যথেষ্ট সুনাম ছিল।

ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৭১ সালের জুলাই পর্যন্ত সৈয়দ সাজ্জাদ হোসাইন উপাচার্য ছিলেন। আবদুল বারী ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই দফা উপাচার্য ছিলেন, প্রথম দফায় ১৯৭১ সালের জুলাই থেকে ছয় মাস, পরের দফায় জিয়াউর রহমানের শাসনামলে ১৯৭৭ থেকে ১৯৮১ পর্যন্ত।

স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম উপাচার্য হন শিক্ষাবিদ ড. খান সরওয়ার মুরশিদ। এরপর থেকে মাযহারুল ইসলাম, সৈয়দ আলী আহসান, মকবুলার রহমান সরকার, মোসলেম হুদা, আমানুল্লাহ আহমদ, এম আনিসুর রহমান, মু. ইউসুফ আলী, মো. আলতাফ হোসেন প্রমুখ উপাচার্য ছিলেন।

রং প্রকাশ করতে হয়!: একমাত্র রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের দলীয় ফোরামে সমর্থকদের নাম নিবন্ধন করতে হয়। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন তরুণ প্রভাষক বলেন, এখানে শিক্ষক নিয়োগ হয় না, ভোটার নিয়োগ হয়।

অনুসন্ধানে জানা যায়, শিক্ষকদের দলীয় রাজনীতির চর্চা, সরকারি ছাত্রসংগঠনের দৌরাত্ম্য ও ছাত্র-শিক্ষক নিয়োগে চলমান অনিয়মের ধারাবাহিকতায় উপাচার্য পদটি চরম বিতর্কিত হয়ে পড়েছে। এসব কর্মকাণ্ডের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উপাচার্যের সম্পৃক্ততা চলে আসছে, যার দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব পড়ছে লেখাপড়ার ওপর।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক অরুণ কুমার বসাক *প্রথম আলোকে* বলেন, উপাচার্যকে নিয়োগ দেয় সরকার। আবার সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে কার্যত উপাচার্যই শিক্ষক নিয়োগ দেন। এই শিক্ষকদের অনেকেই লেখাপড়ায় যেমন ভালো নন, তেমনি তাঁদের নৈতিকতার মানেও ঘাটতি আছে। তাই সরকার ও উপাচার্যকেই এ বিষয়ে সজাগ ও সচেতন হতে হবে।